ইত্তেফাক

তারিখ . . 02 NOV 2015 . . .
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ২

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হবে। এর ধারাবাহিকতায় শিগগিরই হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্যে জেলা প্রশাসকদের কাছে মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি পাঠানো হবে। তবে এরই মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন নিয়ে কথা হয়েছে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। জানাচ্ছেন **মোহাম্মদ ওমর ফারুক**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি হচ্ছে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি কমে আসবে

মেহের আফরোজ চুমকি
মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট বা যৌন হয়রানি নারীর মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। নারীরা আজ বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির স্বীকার হয়। স্কুল-কলেজে যাওয়ার পথে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পর বখাটেদের দ্বারা প্রতিনিয়ত যৌন হয়রানির শিকার হয় নারীরা কিন্তু তারা মুখ খুলে না। বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে থাকে, যা নিয়ে বেশিরভাগ নারীই নিরব থাকে। আর এই ব্যাপারটিকে মাথায় রেখে আমরা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি করতে পারি তাহলে অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানির মাত্রা অনেক কমে যাবে। সেইজন্য শিগগিরই হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্য জেলা প্রশাসকদের কাছে মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি পাঠানো হবে।

এই কমিটি আশানুরূপ ফল বয়ে আনবে

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞায় বলা আছে, শারীরিক ও মানসিক যেকোনো ধরনের নির্যাতন যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে। ই-মেইল, এসএমএস, টেলিফোনে বিড়ম্বনা, পর্নোগ্রাফি যেকোনো ধরনের চিত্র, অশালীন উক্তিসহ কাউকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সুন্দরী বলাও যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে। শুধু কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই হয়রানির ঘটনা ঘটে না। কোনো নারীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, যেকোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা, অশালীন চিত্র, দেয়াল লিখন ও আপত্তিকর কোনো ধরনের কিছু করা যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে। এ ধরনের ঘটনাগুলো বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই হয়ে থাকে। আর যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি যদি প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে করা যায় তাহলে উপরোক্ত বিষয়গুলো সহজে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। বখাটেদের বিরুদ্ধে সহজে পদক্ষেপ নেয়া যাবে। এতে করে অবশ্যই এর আশানুরূপ ফল বয়ে আনবে।

বখাটেদের নির্মূল করা সম্ভব হবে

অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ
উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মেয়েদের অগ্রযাত্রায় বড় অন্তরায় হচ্ছে যৌন হয়রানি। ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাসহ নানাভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে মেয়েরা। নিপীড়িতের প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নের ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া, ঘটনাগুলো সাইবার জগতে ছড়িয়ে ধকল বাড়ানোর ঘটনাসহ নানা কারণে মেয়ে ও তাদের পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। যা আসলেই একটি দেশের উন্নয়নে প্রভাব ফেলে। এই ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। তবে এ ধরনের উদ্যোগকে অবশ্যই সক্রিয় করতে হবে। সক্রিয় করলেই বখাটেদের নির্মূল করা সম্ভব হবে। তবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নেই। এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশার বাণী বয়ে নিয়ে আসবে। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে দেশ নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে আরেকধাপ এগিয়ে যাবে। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতন নারী শিক্ষার অন্তরায়।